যুগান্তর

তারিখ 22 SEP 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

হাজীগঞ্জে ২৫ বিদ্যালয় ঝুঁকিপূর্ণ

খালেকুজ্জামান শামীম, *হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর) থেকে*

হাজীগঞ্জ উপজেলার ২৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন পাঠ অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তন্মধ্যে ১৪টি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ বলে সেখানে পাঠদান করা হয় না। তিন বছর ধরে কাগজে-কলমে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা বাড়লেও সংস্কার কিংবা নতুন ভবন নির্মাণে প্রশাসন কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ফলে দুর্ঘটনার আশংকায় রয়েছে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়গুলো সংস্কার না হলে যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশংকা রয়েছে। এরই মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তারা সবগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে এ তালিকা তৈরি করেছে। যেসব বিদ্যালয়ের ভবনগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় পাঠদান বন্ধ রাখা হয়েছে, সেগুলো হল— সেন্দ্রা, প্যারাপুর, হোটনী, হাজী ইসমাইল, মৈশাইদ, অলিপুর (উ.), মাড়ামুড়া, বুলাখাল, মোহাম্মদপুর, নোয়াপাড়া (পূ.), কালচৌ, মুকুন্দদার (প.), মহব্বতপুর ও বেলঘর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এছাড়া যে বিদ্যালয়গুলো পুনঃনির্মাণ করা প্রয়োজন বলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো হল— দেশগাঁও, ঝাবনী, এনায়েতপুর, বলিয়া, মধ্য ধড্ডা, সিহিরচৌ, রাজারগাঁও (উ./পূ.), সাঁড়াশিয়া, সুহিলপুর, গর্ব্যপুর ও শমেসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। পুনঃনির্মাণ তালিকার বলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, বিদ্যালয়ে দরজা ছাড়া টিনের চালায় চলছে পাঠদান। সেখানে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে রয়েছে। এছাড়া রাজারগাঁও (উ./পূ.) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দরজা-জানালা কিছুই নেই। সেখানে চক-ডাস্টারও নিরাপদ নয়। বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন শেষে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে গেলে শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে লজ্জায় অবনত হতে হয়। তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার মতো ভাষা আমাদের নেই। ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা যখন আমাদের বলে, 'বিদ্যালয়ে আসলে বৃষ্টির সময় ক্লাস করতে পারি না। বিদ্যুৎ চমকালে খুব ভয় লাগে। অনেক সময় বিদ্যালয়ে আসতে মন চায় না। আম্মু-আব্বু বকা দেবে এ জন্য আসি।' এমন কথা শুনলে লজ্জা কোথায় রাখি। জানতে চাইলে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুল আউয়াল যুগান্তরকে বলেন, ২০১৫ সালের মধ্যে ২৫টি বিদ্যালয়ের কাজ সম্পন্ন করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। তবে সবগুলো বিদ্যালয় ভবনের কাজ করা প্রয়োজন। তাই ধারাবাহিকভাবে অন্য ভবনগুলোর কাজ করার জন্য আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুর্শিদুল ইসলাম বলেন, বিদ্যালয়গুলো দ্রুত অবকাঠামো উন্নয়নে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিরসন করা হবে।